



ভগবান ধন্বন্তরী

ভগবান ধন্বন্তরী (ধন্বন্তরী জয়ন্তীতে-ধনতরোস)

ভগবান ধন্বন্তরী কবে?

ভগবান বশিষ্ঠুর ঐশ্বর্যকি চকিত্বিসক এবং অবতার ।

ধন্বন্তরী: ঔষধ, আয়ুর্বদে এবং নরীময়রে ঈশ্বর ।

ভগবান ধন্বন্তরীকে আয়ুর্বদেদের প্রতীষ্ঠাতা ও দবেতা হসিববে মানা হয়, যা

প্রাচীন ভারতীয় চকিত্বিসা পদ্ধতি

সমুদ্র মন্থনের সময়, তিনি অমৃতের পাত্র হাতে আবর্জিত হযছেলিনে, যা ধন্বন্তরী জয়ন্তী হসিববে পরচিত্তি।

তিনি দবেতাদের চকিত্বিসক হসিববে পরচিত্তি এবং তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন।

ধন্বন্তরীকে ঔষধের দবেতা বলা হয়, কেনে?

বৈদিক গ্রন্থগুলিতে ধন্বন্তরীকে বশিষ্ঠের প্রাচীনতম সামগ্রিক স্বাস্থ্যসবো ব্যবস্থা, আয়ুর্বদেদের উপত্বিস্থল হসিববে বর্ণনা করা হযছে। আয়ুর্বদে হল স্বাস্থ্যের একটী সামগ্রিক পদ্ধতি যা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ এবং নরীময়, করে, যার ফলে আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য একটী বশিদ্ধ চতেনা প্রদান করে।

ভগবান বশিষ্ঠুর অবতার ভগবান ধন্বন্তরীকে ঔষধ ও আয়ুর্বদেদের দবেতা হসিববে

সম্মান করা হয়। তিনি প্রথমতঃ সমুদ্র মন্থনরে সময়, অমৃত (অমৃত) ধারণ করে
আবরিভূত হন এবং পরে পৃথিবীতে অবতারণা হয়ে আয়ুর্বদে শিক্ষা দেন, যা প্রাচীন
বজ্রিঞানরে সামগ্রিক নিরাময়।

ভক্তরা সুস্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি এবং রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য তাঁর উপাসনা
করনে, বিশেষ করে ধন্বন্তরী জয়ন্তীতে (ধনতরোস)।

তাঁর শিক্ষা শরীর, মন এবং আত্মার মধ্যে ভারসাম্য, নীতিগত নিরাময় এবং
প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার উপর জোর দেয় - আধুনিক সামগ্রিক চিকিৎসায়।
এখনও প্রযোজ্য নীতিগুলি।

, ভগবান ধন্বন্তরীকে আয়ুর্বদে ও চিকিৎসার দেবতা হিসেবে সম্মান করা হয়, যিনি
মহাবিশ্বরে ভারসাম্য পুনরুদ্ধারকারী স্বর্ণীয় আরোগ্যকর্তা। পুরাণ অনুসারে,
তিনি ভগবান বসিষ্ঠুর অবতার, যিনি সকল প্রাণীর কল্যাণরে জন্য অভ্রান্ত চিকিৎসা
বজ্রিঞান, আয়ুর্বদে প্রদান করতে আবরিভূত হন।

সূর্য গ্রহটি সূর্য দেবে (সূর্য দেবতা) দ্বারা রক্ষিত, জলাশয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
ভগবান বরুণ এবং সম্পদরে দাতা দেবী লক্ষ্মী। একইভাবে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
বিভাগরে কথা এলে ভগবান ধন্বন্তরী নামটি মনে আসে।

মহাজাগতিক সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসা অমৃত (অমরত্বরে অমৃত), শঙ্খ এবং ঔষধি
ভেষজ ধারণ করে চিত্রিত ধন্বন্তরী ঐশ্বর্যকি নিরাময়, শক্তি এবং নবজীবনরে
শক্তির প্রতীক। তাঁর উপস্থিতিই জীবনীশক্তি, ভারসাম্য এবং রোগরে উপর
সুস্থতার জয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

ভাগবত পুরাণ তাঁকে "স্মৃতি-মাতৃ-নাশনঃ" - "যিনি কবেল স্মরণ করে সমস্ত রোগ
ধ্বংস করেন" বলে প্রশংসা করছেন। এই পবিত্র শ্লোকটি ভক্তিমূলক নিরাময়,
অনুশীলনরে ভিত্তি তৈরি করে যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে তাঁর নাম স্মরণ করা বা
জপ করা স্বস্তি এবং সুরক্ষা নিয়ে আসে।

ভগবান ধন্বন্তরী কীভাবে অমরত্বরে অমৃত নিয়ে আবরিভূত হয়েছিলেন?

সমুদ্র মন্থনরে সাথে সাথে অনেকে দ্বিগুণ সম্পদ, পবিত্র প্রাণী, মূল্যবান রত্ন
আবরিভূত হয় এবং অবশেষে, জল থেকে একটি তেজস্বী দ্বিগুণ মূর্তি উঠে আসে।

ভাগবত পুরাণ তাঁর চারত্রিকি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে:

দীর্ঘ-পরিরা-দর-দন্ডঃ

কম্বু-গ্রভিণী 'রুণকেশণঃ

শ্যামলস তরুণঃ স্রগ্বী

সর্বভারণ-ভূষতিঃ

(৮.৮.৩২)

"তিনি ছিলেন দৃঢ়, দহেরে অধিকারী; তাঁর বাহু ছিল অত্যন্ত লম্বা, স্থূল এবং
শক্তিশালী; তাঁর চোখ ছিল লালচে, এবং তাঁর গায়ের রঙ ছিল কালো। তিনি ছিলেন
খুবই তরুণ, তাঁকে ফুলরে মালা পরানো হয়েছিল, এবং তাঁর সমগ্র দেহে বিভিন্ন
অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল।"

পতি-ভাসা মহোরস্কঃ

সুমৃষ্ট-মানী-কুণ্ডলঃ

স্নগ্ধা-কুণ্ঠতি-কশোন্ত-

শুভগঃ সৎহি-বক্রিমঃ

অমৃতপূর্ণ-কলসম

বভ্রাদ বাল্য-ভূষতিঃ

(৮.৮.৩৩)

"তিনি হলুদ পোশাক পরেছিলেন এবং মুক্তার তরৈ উজ্জ্বল পালশি করা কানরে দুল পরেছিলেন। তাঁর চুলরে ডগা তলে দযি়ে মাখা ছিল এবং তাঁর বক্শ ছিল অত্য়ন্ত প্রশস্ত। তাঁর দেহে সমস্ত সুন্দর বশৈষ্টিয় ছিল এবং তিনি সিংহরে মতো শক্তপোকুত এবং শক্তশিালী ছিলেন। তাঁর হাতে অমৃতরে পাত্র ছিল।"

এই ঐশ্বরকি সত্তা ছিলেনে ভগবান ধন্বন্তরী, স্বর্গীয়, চকিৎসক, যনি বিষ্ণুর ইচ্ছায়, সরাসরি সমুদ্র থেকে আবর্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আবর্ভাব ঐশ্বরকি আরোগ্যরে জন্ম, আয়ুর্বদরে উৎস এবং অমর জীবনীশক্তির সূচনা করে।

তিনি মানবজাতির কল্যাণরে জন্ম আটটি বিভাগে আয়ুর্বদরে উপর সংহতি তরৈ করেন।

ভগবান ধন্বন্তরীর আয়ুর্বদকি শক্টিগুণি বদৈকি সাহিত্যরে বিভিন্ন স্থানে লপিবিদ্ধ আছে - অথর্ববদে , গরুড পুরাণ , বিষ্ণু পুরাণ , সুশ্রুত সংহতি এবং চরক সংহতি । শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে "স্মৃত-মাত্রতিনাসনঃ" - "যনি ধন্বন্তরীর নাম স্মরণ করেনে তিনি সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। "

ভগবান ধন্বন্তরীর পূজা এবং ধন্বন্তরী জয়ন্তী:

ধন্বন্তরী জয়ন্তী, যা ধনতরোস নামেও পরিচিতি, দবি্য চকিৎসক ভগবান ধন্বন্তরী'র আবর্ভাবরে দিনটিকে চহিনতি করে। এটি কার্তিকি মাসরে (অক্টোবর-নভেম্বর) কৃষ্ণপক্শরে (চন্দ্ররে অস্তমতি পর্যায়) ত্রয়োদশী তথিতি (দীপাবলির মাত্র দুই দিন আগে) পড়ে।

শাস্ত্র অনুসারে, এই দিনেই সমুদ্র মন্থনরে সময়, ভগবান ধন্বন্তরী সমুদ্র থেকে আবর্ভূত হয়েছিলেন, অমৃতরে পাত্র বহন করে, যা স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি এবং কল্যাণরে চরিন্তন অমৃতরে প্রতীক। সুতরাং, ধন্বন্তরী জয়ন্তী কেবল একটি উৎসব নয়, এটি জীবন, সুস্থতা এবং নিরাময়রে ঐশ্বরকি শল্গরে উদযাপন।

আধুনকি সময়ে ভগবান ধন্বন্তরীর উত্তরাধিকার:

ভগবান ধন্বন্তরীর পবতির উপহার আয়ুর্বদে, একটি ঐতিহ্যবাহী চকিৎসা ব্যবস্থার চয়ে অনেকে বেশকিছু, এটি সুস্থ জীবনযাত্রার একটি সম্পূর্ণ দর্শন। এর কালজয়ী জ্ঞান শক্টি দেযে যে শরীর (শরীর), মন (মানস) এবং আত্মা (আত্মা) এর মধ্যে ভারসাম্যরে মাধ্যমে স্বাস্থ্য অর্জন করা যায়। মানসকি চাপ, দূষণ এবং জীবনযাত্রার ব্যাধি দ্বারা প্রভাবতি এই যুগে, আয়ুর্বদরে প্রাসঙ্গকিতা আরও জোরদার হয়েছে। ব্যক্তিগিত যত্ন এবং প্রকৃতি-ভিত্তিকি প্রতিকাররে উপর ভিত্তি করে এর প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি এটিকে আধুনকি চকিৎসার একটি শক্তিশালী পরিপূরক করে তোলে।

'রোগনদিন' , 'বদৈ্য চিন্তামণি' হ'ল ভগবান ধন্বন্তরীর চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ।